



93066 - ইফতারকালে পঠতিব্য দয়ো

প্রশ্ন

যে হাদিসগুলোর ব্যাপারে আলমেগণ বলছেন “যায়ফি বা দুর্বল” সসেব হাদিস দিয়ে দয়ো করার হুকুম কি?

১. ইফতারের সময়: ‘আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু, ওয়া আলা রযিককি আফতারতু’ (অর্থ হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্যই রযো রাখছি এবং আপনার দয়ো রযিকি দিয়ে ইফতার করছি।)

২. ‘আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আসতাগফরিুল্লাহ্। আসআলুকাল জান্নাহ, ওয়া আউজু বকি মনিান্নার’ □ এ দয়োটি পড়া কি শরয়িতসম্মত, জায়যে নাকি জায়যে নয়? নাকি মাকরুহ? নাকি শুদ্ধ নয়; হারাম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আপনি ইফতারের যে দয়োটি উল্লেখ করছেন সটে একটি দুর্বল হাদিসে এসছে। হাদিসটি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে মুয়ায বনি যাহরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পৌঁছেছে যে, যখন কড়ে ইফতার করে তখন সে যেনে বলে, আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু, ওয়া আলা রযিককি আফতারতু” (অর্থ- হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্য রযো রাখছি। এবং আপনার দয়ো রযিকি দিয়ে ইফতার করছি।)

তবে এ দয়ের পরবর্ততে সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে যে দয়োটি বর্ণিত হয়েছে সটোই যথেষ্ট। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন: “যাহাবায যামাউ, ওয়াব তাল্লাতলি উরুক্বু ও ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ্।” (অর্থ- তৃষ্ণা দূর হয়ে গলে, শরি-উপশরি স্কিত হল এবং ইনশাআল্লাহ্, সওয়াব সাব্যস্ত হল) [আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে’ হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়তি করছেন]

দুই:

রযোদারের জন্য রযো অবস্থায় ও ইফতারকালীন সময়ে দয়ো করা মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্, যখন আমরা আপনাকে দেখি আমাদের অন্তরগুলো কটমল হয়ে যায় এবং আখরোতমুখী হয়ে উঠে। আর আমরা যখন আপনার সাক্ষাত থেকে চলে যাই তখন দুনিয়া আমাদেরকে আকৃষ্ট করে, আমরা নারী



ও সন্তানে মুগ্ধ হই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমরা আমার কাছে থাকাকালে যে অবস্থায় থাক সর্বদা যদি সে অবস্থায় থাকত তাহলে ফরেশেতারা তাদের হাত দিয়ে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত, তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করত। আর যদি তোমরা গুনাহ না করত তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের বদলে এমন এক কওমকে নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করত; যাত করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম: হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদেরকে জান্নাতেরে বিবরণ দনি, জান্নাতেরে ভবনগুলো কমন হব? তিনি বলেন: একটি ইট হব স্বর্ণেরে, অপরটি হব রৌপ্যেরে। প্লাস্টার হচ্ছ- উত্তম সুঘ্রাণেরে মসিক দিয়ে। কংকর হব মুক্তা ও নীলকান্তমণি। মাটি হব জাফরানেরে। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সেখানে নয়োমত ভোগ করবে; কখনও দুর্ভোগে পড়বে না। চরিদনি সেখানে থাকবে; কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তার পোশাকাদি পুরাতন হব না। তার যৌবন শেষ হব না। তিনি ব্যক্তরি দোয়া ফরত দোয়া হয় না: ন্যায়পরায়ন শাসক, রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করা অবধি এবং মজলুম ব্যক্তি। মজলুমেরে দোয়া মঘেরে উপরে বহন করা হয়, মজলুমেরে দোয়ার জন্ম আসমানেরে দরজাগুলো খুলে দোয়া হয়। রব্ব বলতে থাকনে: আমার গটৌবরে শপথ, কিছু সময় পরে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব।” [মুসনাদে আহমাদেরে তাহকীক এর মধ্যে শূয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি করছেন]

সুনানে তরিমযিরি রেওয়াজতে (২৫২৫) এসছে, “রোযাদার ইফতার করাকালে...”[আলবানী সহহিত তরিমযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি করছেন]

অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতে পারনে, জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারনে, ইসতগিফার করতে পারনে, শরয়িত অনুমোদতি যে কোন দোয়া করতে পারনে। তবে, আপনি প্রশ্নে যে ভাষ্যে দোয়াটি উল্লেখ করছেন “আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আসতাগফরিল্লাহু, আসআলুকাল জান্নাহ, ওয়া আউযুবকি মনিন্‌নার” এ ভাষায় আমরা দোয়াটি পাইনি।

আল্লাহ্ ভাল জাননে।